Acc. No. 13765

অর্থাৎ ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে উপদেশ বর্ণিত হয়েছে তাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে গীতাপাঠী জগদীশচন্দ্র ঘোষের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে যে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল,—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' যে ধ্বনির আর কেহ প্রতিধ্বনি করেন নাই, কেমন কথা 'ভারতবাসী ফিরে শুনে বঙ্গদেশের মধ্যে আর শুনে নাই। মধ্যযুগে যে কেবল শুনিয়াছে—'কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে' ('কর্মে জীবের বন্ধন, জ্ঞানেই মুক্তি'), 'সন্ন্যাসমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ' ('সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই মানুষ নারায়ণ হয়'), এই সব। ফলে, সংসারে আসক্তিশূন্য, কর্মবিমুখ বৈরাগীর সৃষ্টি, দলে দলে অনধিকারীর সন্ন্যাস গ্রহণ, সম্প্রদায়ী ভিক্ষোপজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি। এইরূপে, কালে সমাজ হইতে রজোগুণের সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হইল, সত্ত্বগুণাশ্রিত অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞানভক্তির চর্চায় নিযুক্ত রহিলেন—তমোগুণাক্রান্ত নিদ্রাভিভূত জনসাধারণ শত্রুর আক্রমণে চমকিত হইয়া 'কপালং কপালং কপালং মূলং' বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিল'।[1]

বর্তমান ভারতবর্ষে গীতাপাঠ এবং গীতার উপদেশ অনুসরণ একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষ বর্তমানে নৈষ্কর্মে অথবা অধর্মীয়কর্মে লিপ্ত থাকায় সর্ব ব্যাপারে ক্ষয়িষ্ণু। কর্মবলে যে ভারত একদিন শৌর্যবীর্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্প-সাহিত্যে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিতে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল, রজোগুণকে পরিত্যাগ করে এবং তমোগুণকে আশ্রয় করার জন্য সেই ভারত আজ কর্মবিমুখ, জীবনের সব ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট। ভারতবর্ষকে মহান করতে হলে আজ তাই সমস্ত ভারতবাসীকে গীতোক্ত কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তবে, মনে রাখা প্রয়োজন, গীতোক্ত কর্মের আদর্শ পাশ্চাত্যের কর্মের আদর্শ নয়। পাশ্চাত্যের আদর্শ ফলমুখী—সমাজের বা জাতির কল্যাণসাধনের জন্য কর্তব্যসাধন। গীতার আদর্শ নিষ্কামকর্ম—অনাসক্ত বুদ্ধিতে কর্মসাধন, কেননা কেবল এ পথেই বিশ্ববাসীর কল্যাণসাধন সম্ভব। গীতার আদর্শকে গ্রহণ করেই ভারতবাসীকে মহান ভারতবর্ষ গড়ায় ব্রতী হতে হবে, পাশ্চাত্যের কর্মের আদর্শ গ্রহণ করলে সর্বকর্মসাধক গণেশের আরাধনার পরিবর্তে সর্বকর্মনাশা বানরের আরাধনা করতে হয়।

২.৩. ভগবদ্‌গীতাসম্মত সকামকর্ম ও নিষ্কামকর্ম (Karmayoga–Sakāma-karma and Niskāma Karma of the Bhagavad Gita)

যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষের মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণাদি স্বজনগণকে সম্মুখে দেখে এবং যুদ্ধে তাঁদের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায়, শোকে, দুঃখে এবং পাপের ভয়ে বেপথুমান (কম্পমান) অর্জুন যুদ্ধ পরিত্যাগের বাসনা ও সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক কর্ম (যুদ্ধ) সাধনের উপদেশ দেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মাণি।। ২/৪৭

১. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। জগদীশচন্দ্র ঘোষ। পৃ. ১১০-১১১।

ACC 154

Scanned by CamScanner